অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

'অন্য লিবার্টি' গ্রন্থে[১] জন স্টুয়ার্ট মিল যে কোনো মতামতের সবদিক খতিয়ে দেখা স্বাস্থ্যকর মনে করতেন। শুধু তাই নয়, মতবাদ বা মতামতের একটা দিক তুলে ধরে বাকি সব কিছু চেপে ধরা কেবল অসত্য নয়, অপরাধের নামান্তর বলে মনে করতেন তিনি। অবশ্য স্টুয়ার্ট মিল-এর অনেক আগে ভারতবর্ষের জৈন ধর্ম অনেকান্তবাদ প্রচার করে। জৈনরা মনে করতেন, যে কোনো বস্তু অনেকান্ত বা অনন্তধর্ম বিশিষ্ট। অর্থাৎ বস্তুর কোনো বিশেষ ধর্ম বা দিক নিয়ে আলোচনা আংশিক, অসত্য ও আপেক্ষিক মাত্র।[২] বীতশোক ভট্টাচার্য'র কবিতাও এমন ভাবনাধন্য। একে আমরা আজকের ভাবনায় বলতে পারি প্লুরালিজম বা বহুত্ববাদ। অর্থাৎ কবি বীতশোক-এর কবিতাকে নির্দিষ্ট একক অর্থে পাঠ করা যায় না। অথবা বিশেষ কোনো ধারণা বা দর্শনের রঙে রাঙিয়ে দেওয়া যায় না। সে অনেক রঙে রঙিন। অনেক ভাবনার আলোয় আলোকিত।

একটি বিদেশী অলঙ্কার মেটোনিমি (Metonymy)। শ্যামাপদ চক্রবর্তী এর পরিভাষা করেছেন অনুকল্প।[৩] অনু অর্থাৎ পিছনে বা পরে। আর বিকল্প বলতে বোঝায় একাধিক রূপ বা কল্পনা। আসলে মূল শব্দটিকে বোঝানোর জন্য অনুক্রমানুসারে অনেক বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা যায়। এর ফলে লিখনটি গভীরতম অর্থের দিকে এগিয়ে চলে। আসলে কবিতাটি তখন কেবল একটি নিছক কবিতা নয়, সে হয়ে ওঠে পাঠকের আনন্দিত ভ্রমণ। একটির পর একটি প্রসঙ্গ আসছে আর যাচ্ছে! বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা সমগ্র এই ভ্রমণের আনন্দে নন্দিত। মনে রাখতে হবে, ভ্রমণ এক সময় শেষ হবে, কিন্তু প্রসঙ্গগুলি থেকে যাবে। যেমন বৌদ্ধধর্মের সমস্ত গাল-গল্প-কথা একদিন হারিয়ে যাবে, কিন্তু থেকে যাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ। অর্থাৎ একটি অস্তিত্ব প্রত্যয় নির্ভর করছে ভিন্ন অনেক বস্তুপ্রত্যয়ের উপর। 'এটা হলে এইটা হয় — এর উৎপত্তি থেকে অন্যটির আবির্ভাব।' কবি বীতশোক ভট্টাচার্যর কবিতাও তাই। একটি শব্দের গায়ে এমন প্রসঙ্গ জড়িয়ে থাকে, অন্যশব্দ বা প্রসঙ্গ সেই সূত্রে অনুষঙ্গ হয়ে চলে আসে।

এ সবের কারণ তাঁর পড়াশুনা। আমরা ভারতবর্ষীয়, আমাদের জীবন অভিজ্ঞতা কিছুই নেই বললেই চলে। সারাজীবন ধরে একই কর্মের দাসত্ব। তাই অনভিজ্ঞতা প্রকট। কিন্তু

গ্রন্থপাঠ বা নাটক, চলচ্চিত্র দেখার মধ্যে একটা শিক্ষা আছে। সেই শিক্ষায় আমরা পরোক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। কবি বীতশোক এর অগাধ পাঠ তাঁর কবিতা নির্মাণে সচেতনতার সঙ্গে গৃহীত। আর যদি অবচেতন মন থেকেও উঠে আসে তাহলে তা-সেই মায়ের মতো যিনি অমনস্কতার ভেতরেও গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করেন।

এ জন্যই তাঁর কবিতায় একই স্বরের মধ্যে বহুস্বর উঁকি দেয়। আন্তর্সাংস্কৃতিকতা থেকে অন্তর্সাংস্কৃতিকতায় কবিতা চলে যায়। বাইরের পৃথিবীর অজস্র বিষয় কবির মনে জারিত হয়ে এক সময় নতুন বর্ষার মতো ঝরে পড়ে শাদা কাগজে। আসলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একজন মানুষ একই সময়ে দশজনের দশ প্রশ্নের দশ রকম উত্তর দেয়।[৪] এক সঙ্গে একই সময়ে অঙ্ক বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সাহিত্য শিল্প সমাজনীতি সবই মনের ভেতর থাকে। একজন মা যেমন একই সময়ে শিশুর নিকট মা, তেমনি স্বামীর নিকট স্ত্রী। বীতশোক ভট্টাচার্যর কবিতা কোনো বিভাজন রেখাকে প্রশ্রয় দেয় না। এখানেই তিনি ঘোর বহুত্ববাদী।

বীতশোক ভট্টাচার্যর বহুত্বভাবনা অবিরল বিরোধের আবর্তে ঘূর্ণায়মান। একটি ডি.এন.এ. যেমন প্রতিমুহূর্তে রূপ বদলায়, কিংবা শিলা যেমন রূপান্তরিত হয়ে চলে বীতশোকের কবিতা তেমনি বিরোধময়। এই বিরোধ তিনি জীব বা প্রাণ জগৎ থেকেই আহরণ করেছেন। একটি জীবনের দীর্ঘ সময়ের পরিভ্রমণে বিশেষ কোনো দর্শন বা ভাবনা শেষ কথা নয়, তাকে দেবত্ব বা নরাধমত্বও আরোপ করা চলে না। কেন না, এই জীবন অনিশ্চিত এক পথ ধরে আগুয়ান, লক্ষ্য একটা থাকলেও গন্তব্যস্থল জানে না, লক্ষ্যও পরিস্থিতির চাপে পরিবর্তিত হয়। বিরোধ তাই বাইরে নয় কেবল, ভেতরেও। তাই তাঁর কবিতায় বৈদিক দেবী ঊষা হরপ্পা সভ্যতার ভেতর থেকে উঠে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ হননকারী এবং উদ্ধারক, মুক্তি এবং বন্ধনের প্রতিভূ। গৌতম বুদ্ধ ইতিহাস বা ধর্ম থেকে বেরিয়ে মানুষের দ্বিধা নিয়ে উপস্থিত হন। একই সঙ্গে এই বিরোধ বা চলাচল কবিতায় ঘটে শব্দগুলির তির্যক ব্যবহারে। আপাত নিরীহ শব্দগুলির ভেতর এই খেলা বা লীলা চলতেই থাকে। তাই কল্পচিত্র নয়, তাঁর কবিতায় মন্তাজ রীতিই প্রবল।[৫] চলচ্চিত্র সমালোচক কবি বীতশোক ভট্টাচার্য চলচ্চিত্র থেকেই এই রীতি নিয়েছেন। চলচ্চিত্রে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা আপাত সম্পর্কহীন দুই বা ততোধিক উপাদান একত্র করে নতুন ভাব বা ভাবনায় উত্তরিত হওয়াকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। বীতশোক এই রীতি অবশ্যই গ্রহণ করলেও নতুন কিছু ভেবেছেন। এ ভাবনা কবিতার জন্য, কেননা, কবিতা সিনেমা নয়। তাই তিনি

কবিতার মধ্যে এমন একটি পরিবেশ রচনা করেন, যেখানে প্রতিটি শব্দই নিজের দ্বন্দ্বে অস্থির; সংযোগের চাইতে অধিক হয়ে ওঠে সন্নিধি। তখন শব্দচ্ছবিগুলি থেকে একটি ভাব ও একাধিক ভাব মিলে পাঠকের ভেতর একটি অনুভূতি জন্ম নেয়। 'নতুন কবিতা' থেকে এই মন্তাজ রীতি শেষ পর্যন্ত বহমান ছিল। এবং 'প্রদোষের নীল ছায়া'তে তুমুল।

মন্তাজ থেকে পাঠকের অনুভব প্রাপ্তি বিভিন্ন হতে পারে। অজস্র পাঠক অজস্র অনুভব করবেন — এটাই স্বাভাবিক। এই অনুভবগুলির মধ্যে একটি অনুভব কিন্তু নৈর্জন্য বা নৈঃশব্দ্যের দিকে চলে যায়। গৌতম এক সময় বুদ্ধ হলেন; তাঁর এই বুদ্ধ হয়ে ওঠার পেছনে ছিল নিগ্রহ, যন্ত্রনাভোগ এবং পরিশ্রম। এসব পেরিয়েই তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। বীতশোক ভট্টাচার্যর কবিতার বহুস্বর এক সময় নৈঃশব্দ্যকে ছুঁয়ে যায়; নৈর্জন্য চারিয়ে হয়ে ওঠে উন্মূল। তখন পাঠকের মনে হবে এতক্ষণ আমি কোন কবিতা পড়লাম। অগাধ অন্ধকারে আলোকশিখা কোথা থেকে এল। আসলে তিনি জেনগল্প ও কবিতা অনুবাদ বা অনুসৃষ্টি করেছিলেন, তাই তাঁর কবিতা সেই জেনবুদ্ধ প্রকরণ অর্জন করে সম্পূর্ণ 'অমিতাহারী' 'ঋত'। রবীন্দ্রনাথ-এর ভাষায় বলতে পারি :

অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।

তথ্যসূত্র

১। Matei Calinescu, 'From the one to the many: Pluralism in Today's Thought, Innovaion / Renovation', (Ed. Ihab Hassan and Sally Hassan), The University of Wisconsin Press,1983, Page 263-280.

২। Surendranath Dasgupta, 'A History of Indian Philosophy Vol. I' M.L.B.D., Delhi, 1997, Page 175-176.

৩। শ্যামাপদ চক্রবর্তী, 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা', ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা,১৩৬৩, ২য় সং, পৃ. ২২৭।

৪। Michael Polanyi, 'Personal Knowledge : Towards a Post Critical Philosophy', University of Chicago Press,1958 ,Page 280.

৫। নিতাই জানা, 'পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা,২০০৭, পৃ. ১২৮।

কবি বীতশোকের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ

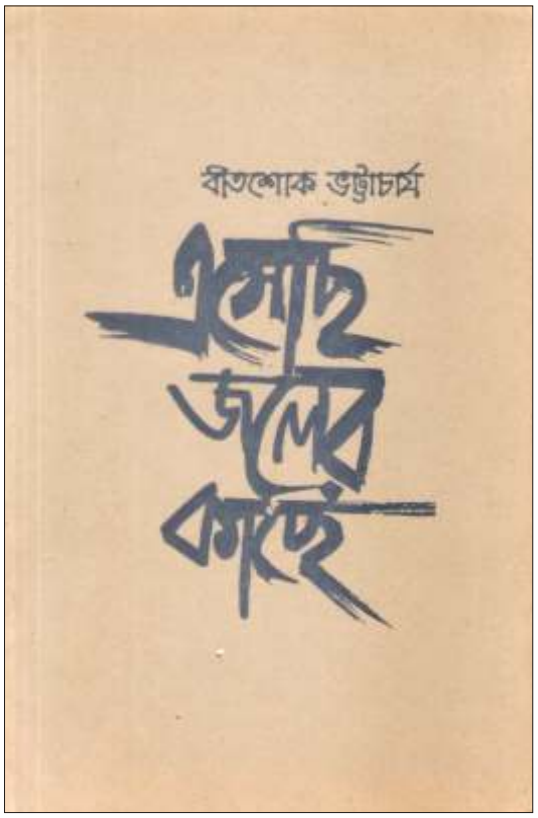

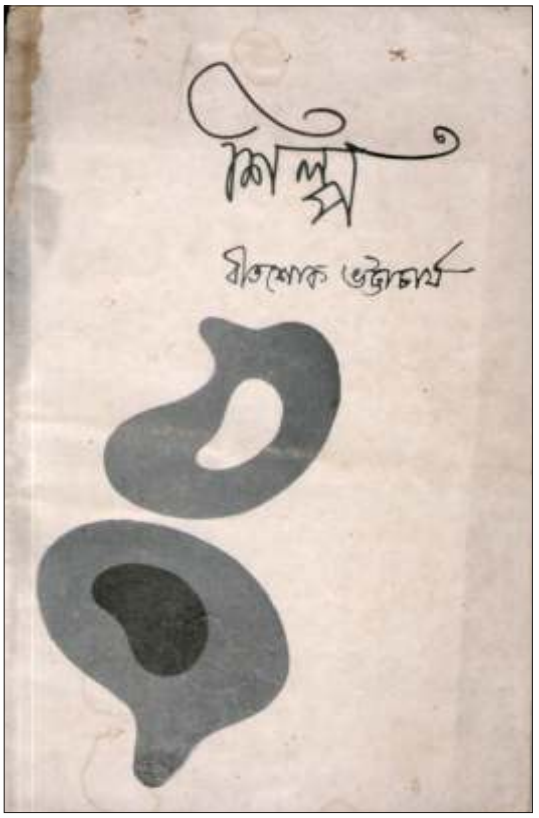

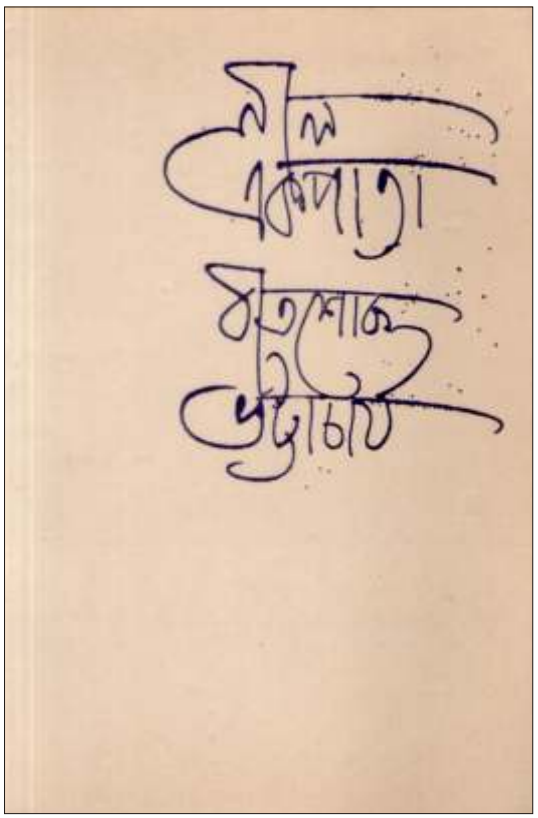

কবি বীতশোকের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ